ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

অভিনেতা নয়, এবার নেতার ছেলের সঙ্গে সাইফকন্যার প্রেম

পৃঃ ৫

এখনই নেইমারকে পাচ্ছে না ব্রাজিল

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৯৮ ● কলকাতা ● ২০ কার্তিক, ১৪৩১ ● বুধবার ● ০৬ নভেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

হাসপাতাল ভর্তি না নেওয়ায় সোজা মমতার বাড়ি চলে গেলেন রোগীর পরিবার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রোগীমৃত্যুকে কেন্দ্র করে অশান্ত এসএসকেএম হাসপাতাল। মৃতের পরিবারের দাবি, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল কোনও বেড নেই। এরপর একাধিক হাসপাতাল ঘোরার পর শেষে রোগীর পরিবার সোজা যান কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে। সেখান থেকে চিঠি লিখে দেওয়ায় রোগীকে ফের নিয়ে আসা হয় এসএসকেএম-এ। তবে, পরিবারের অভিযোগ হাসপাতালে ঢোকার সময় রোগী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন।এরপরই সরব হয় রোগীর পরিবার। যদিও, সূত্রে খবর,জেনারেল সার্জারির জন্য আউটডোরে পাঠানো হয় রোগীকে। তখনই হার্ট অ্যাটাক হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। রোগীর পরিবারের লোকজন কার্যত বিরক্ত। শুধু ক্যামেরার সামনে জানালেন, “কিছু করেনি। কেউ কিছুই করেনি। মুখ্যমন্ত্রী চিঠি লিখে দিয়েছেন ঠিকই। এখন শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছি।” চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী বলেন, “এই দাবিগুলো রোজের। এটাই জুনিয়র চিকিৎসকরা তুলেছিলেন। এখনও যে কিছুই ঠিক হয়নি এটাই তার প্রমাণ।”পরে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এই ঘটনার পর আরও একবার প্রশ্ন উঠে গেল স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে। যেখানে জুনিয়র চিকিৎসকরা বারবার সুপরিকাঠামো, রেফারেল সিস্টেম নিয়ে সরব হয়েছিলেন তাহলে কি সেই কাজ কিছুই এগোয়নি?

মৃত ব্যক্তির নাম সুশীল হালদার (৪৮)। সোমবার তাঁর নাক-মুখ থেকে আচমকাই রক্তক্ষরণ শুরু হয়। এরপর তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিয়ে আসা হয় প্রথমে এসএসকেএম হাসপাতালে। তবে বেড না মেলায় নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতা ন্যাশানাল মেডিক্যাল কলেজ ও নীলরতন হাসপাতালে। সেখানেও ভর্তি করাতে না পারায় রোগীকে নিয়ে মঙ্গলবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে যায় পরিবার। সেখান থেকে চিঠি লিখে দেওয়ায় রোগীকে ফের এসএসকেএমে আনা হয়। তবে মৃত্যু হয় সুশীলবাবু।

বামফ্রন্টের নাম বদলালে কি সরকার বদলাবে?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বামফ্রন্টের নামবদলের প্রসঙ্গে সিপিএমএল লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের প্রস্তাব নিয়ে বিভিন্ন বক্তব্য উঠে আসছে ফ্রন্টের শরিক দলের নেতাদের আলোচনায়। পাশাপাশিই আলোচিত হচ্ছে পুরনো ইতিহাস এবং সাম্প্রতিক 'সংঘাতের' প্রসঙ্গও। ক্ষমতায় থাকার সময়েও শরিক দলগুলি সিপিএমের বিরুদ্ধে 'দাদাগিরি'র অভিযোগ তুলত। সিপিআইয়ের মঞ্জুকুমার মজুমদার, আরএসপি-র ক্ষিতি গোস্বামীরা প্রকাশ্যেই সিপিএমের সমালোচনা করতেন। বহু ক্ষেত্রে সিপিএমের নেতারাও শরিকদের কটাক্ষ করতেন প্রকাশ্যে। তবে শেষমেশ দেখা যেত, বর্ষীয়ান বিমান সবটা সামলে নিচ্ছেন। দীপঙ্করের খোলা প্রস্তাবের পরে সেই সব পুরনো কথাই আলোচিত হচ্ছে সিপিএম-সহ শরিক নেতাদের পরিসরে। সেই সঙ্গে প্রশ্নও থাকছে নামবদল হলে কি সরকার বদল হবে?নৈহাটি

উপনির্বাচনে বামফ্রন্টের সমর্থনে লিবারেশন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।এই প্রথম সরাসরি সিপিএম তাদের ভাগের আসন ছেড়ে দিয়েছে ফ্রন্টের বাইরের দল লিবারেশনকে। সেই সূত্রেই প্রশ্ন উঠেছে, ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে কি লিবারেশন বামফ্রন্টের 'শরিক' হয়ে লড়বে? সোমবার দীপঙ্কর বলেছেন, "প্রশ্নটা ভবিষ্যতের উপর ছেড়ে দিতেই পারি। তবে বৃহত্তর বাম ঐক্য দরকার, নামবদল দরকার। নামটা বদল করতে পারলে ভাল হয়।"

তা হলে কি বামফ্রন্ট উঠে যাবে? এই প্রশ্নে যেমন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম কোনও বিতর্কে যেতে চাননি। তাঁর কথায়, "প্রস্তাব এলে আলোচনা হতে পারে। কিন্তু বাংলায় বামপন্থীদের নেমচেঞ্জারের বদলে গেমচেঞ্জার হয়ে উঠতে হবে।" আরএসপি-র সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভট্টাচার্য উদার আলোচনার পক্ষে অভিমত জানিয়েও বলেছেন, "বামফ্রন্টের একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস এবং ঐতিহ্য আছে। এ কথা ঠিক যে আমরা গত ১৩ বছর রাজ্যে ক্ষমতায় নেই। এ-ও ঠিক যে, ক্ষমতায় ফেরার সম্ভাবনাও দেখছি না। তার মানে এই নয় যে আমরা ইতিহাস বিস্মৃত হব।" সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লকও

এরপর ৩ পাতায়

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের আটটি বইয়ের মধ্যে
কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে
চারটি বই পাওয়া যাচ্ছে।
অন্যান্য বইগুলো সব বিক্রি হয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটে
পাওয়া যাচ্ছে বইগুলোর নাম

ঈশ্বরী কথা আর
মাতৃ শক্তি
কলেজ স্ট্রিট
কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে,
অশোক পাবলিশিং হাউসে

সুন্দরবন ও
সুন্দরবনবাসি
বর্ণপরিচয় বিল্ডিংয়ে
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরে

কলেজ স্ট্রিট সারাদিন পাবলিকেশনের পাওয়া যাচ্ছে
আর্তনাদ নামের বইটি।
এই বইটি অনলাইনে বুক করলে পোস্ট অফিসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগ নম্বর ৯৫৬৪৩৮২০৩১

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বাংলা মাধ্যম)

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

(বালক ও বালিকা পৃথক ক্যাম্পাস)
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Contact : 9732531171

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি)

পরীক্ষা কেন্দ্র সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগনা

ফর্ম বিতরণ চলছে (অফলাইনে)

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩রা নভেম্বর ২০২৪
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ১০ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ১২টা
ফলাফল প্রকাশিত হবে : ১৭ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ২টা
ফলাফল জানা যাবে www.annoormission.org
এই website notice board-এ
সফল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক/অভিভাবকা সাক্ষাৎকার ও
ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ২২শে নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০২৪
ফর্মের মূল্য : ৫০.০০ টাকা

আবাসিক শিক্ষক চাই
বায়োলজি
এমএসসি অনার্স
ও একজন
কম্পিউটার
টিচার লাগবে
সত্বর Resume mail করুন

ফর্ম পাওয়ার জন্য বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ফর্ম বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে

❖ সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৫৬৪০১১৯০৬ / ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫

❖ নিউ বিশ্বাস জেরক্স
মুরারীসাহা চৌমাথা, ভেবিয়া, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৬০৯০৮২৪১৬

❖ আদর্শ শিশু নিকেতন
ভাঙনখালি, (কলতলা মোড়) বাসন্তী, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৮১৪৫২৫০০৮০

❖ সাগরিকা লাইব্রেরী
বিজয়গঞ্জ বাজার, ভাঙ্গর, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৯৭৩৫২৮০৪০৭

❖ আরফান আলি বিশ্বাস
দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া মোঃ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬

স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া মেটাতে ডাক!

তারাপীঠে বধূকে গণধর্ষণে অভিযুক্ত ২ নাবালক-সহ ৩

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের সমাধান করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহকর্মীর স্ত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ তিন যুবকের বিরুদ্ধে। এমনকি ধর্ষনের ভিডিও ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে মুখ বন্ধ করার হুমকি দেওয়া হয় নির্যাতিতা গৃহবধূকে। ঘটনায় তিন যুবককে গ্রেফতার করেছে তারাপীঠ থানার পুলিশ।এদিনের অভিযোগের ভিত্তিতে তিন যুবককে গ্রেফতার করেছে তারাপীঠ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন অভিযুক্তের মধ্যে দু'জন নাবালক। তাদের সিউড়ি পাঠানো হয়েছে। বাকি একজনকে রামপুরহাট আদালত পাঠানো হয়।চূড়ান্ত লজ্জাজনক ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের তারাপীঠে। সোমবার রাতে তারাপীঠ থানায় ওই গৃহবধূর অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে গ্রেফতার করে তারাপীঠ থানার পুলিশ।

গৃহবধুর স্বামীর অভিযোগ, লক্ষীপুজোর দিনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। সেই কারণে মায়ের সঙ্গে তারাপীঠ চলে যান ওই গৃহবধূ। সেই মনোমালিন্যের সমাধান করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন গৃহবধুর স্বামীর তিন সহকর্মী। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বুধবার তারাপীঠ এলাকার একটি ফাঁকা বাড়িতে যান তিনি। সেখানেই ওই গৃহবধুকে গণধর্ষণ করে ওই তিনজন যুবক, এমনই অভিযোগ। নির্মমতার এখানেই শেষ নয়। গণধর্ষণের সেই দৃশ্য ভিডিও করে রাখে অভিযুক্তরা। মুখ বন্ধ রাখতে সেই ভিডিও মোবাইলে তুলে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। বিষয়টি জানাজানি হতেই প্রথমে মল্লারপুর থানায় মৌখিক ভাবে ঘটনাটি জানান গৃহবধুর স্বামী। কিন্তু ঘটনাস্থল তারাপীঠ হওয়ায় মল্লারপুর থানা থেকে তারাপীঠ থানায় অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দেয় বলে গৃহবধুর স্বামীর দাবি। এরপর সোমবার রাতে তারাপীঠ থানায় তিন যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই গৃহবধূ।

আমি তো প্রথম থেকেই বলছিলাম.', কোন প্রসঙ্গ তুললেন বিকাশ

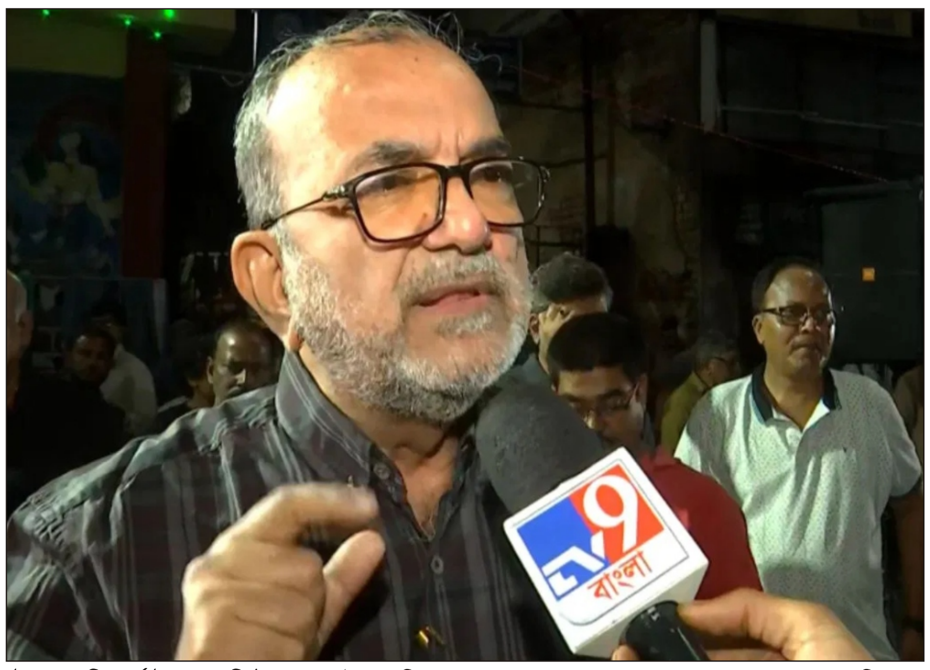

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : তিলোত্তমার ঘটনার প্রতিবাদে রাসবিহারী থেকে 'দ্রোহের আলো' কর্মসূচি হচ্ছে। সেখানেই অংশ নিয়েছেন শ্রীলেখা মিত্র, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য সহ একাধিক। এই কর্মসূচি থেকে তিলোত্তমার ঘটনায় অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়রের অভিযোগ প্রসঙ্গে মুখ খোলেন বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'এত বড় গভীর চক্রান্ত করতে সময় লাগতে পারে।প্রসঙ্গত এ দিন শুধু বিকাশ-কিঞ্জল নয়, পাশাপাশি শ্রীলেখা সোমবার বলেন, "প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললে বা ফেসবুক খুললে দেখতে পাচ্ছি বাচ্চা মেয়েরা ধর্ষিত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ বা প্রশাসনের সেই অর্থে কোনও ভূমিকা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। যার ফলে মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। যেটা ফালাকাটায় হয়েছে বা পটাশপুরে হয়েছে অভিযুক্তকে মেরে ফেলা হয়েছে। এটা চলতে থাকবে। যতদিন না টনক নড়ে।" অভিনেত্রী এ দিন এও বলেন, "মা দুর্গা অসুর বধ করেছিলেন। আমাদেরও করতে হবে। পটাশপুর বা ফালাকাটায় যেমন মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন, তেমনই ময়দানে নামতে হবে। প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট ফেল করছে। কেন বলুন তো আমরা পথে নামছি না? দু'টো গান, আবৃতি করলে হবে না। কেন আমরা এই পোস্টার-হোডিংগুলো টেনে নামচ্ছি না। এই সময় ভ্যান্ডালিজমের প্রয়োজন। বিপ্লব করতে হলে অস্ত্র তুলতে হয়। জেলে গেলে আইনজীবীরা বাঁচিয়ে দেবেন।আশা করব সিবিআই সমাধান করবে। অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়র আজ মুখ খুলেছে। আমি প্রথম দিন থেকে বলেছি এই ঘটনায় একা ও জড়িত নেই। সিবিআইকে সত্য সামনে আনতে হবেই।" প্রসঙ্গত, সোমবার আদালতে তোলার পথে অভিযুক্ত দাবি করেন, তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে। ডিপার্টমেন্ট চুপ থাকতে বলেছে। সংবাদ মাধ্যমের সামনে চিৎকার করে বলতে থাকেন অভিযুক্ত। এরপরই তোলপাড় হয় রাজ্য রাজনীতি। ফের প্রশ্ন উঠতে থাকে তাহলে এই ঘটনায় আর কে কে জড়িত রয়েছে?

ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের দাবি নিয়ে আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তার কিঞ্জল নন্দ বলেন, "আমরা আন্দোলনকারী। তদন্তকারী দল নয়। আমার বিচারবিভাগীয় তদন্ত

এরপর ৩ পাতায়

সিঙ্গুরের জগদ্ধাত্রী পূজার উদ্বোধনী শোভাযাত্রায়

ত্রিশূল হাতে পা মেলালেন হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, সিঙ্গুর, হুগলি : নিউজ সারাদিন : সিঙ্গুরের রতনপুর উদয় সংঘ ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের জগদ্ধাত্রী পূজার বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী শোভাযাত্রা সিঙ্গুরের বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করে। সবুজ পতাকা নাড়িয়ে এই শোভাযাত্রার শুভ সূচনা করেন জি বাংলার দিদি নাম্বার ওয়ান খ্যাত তথা হুগলির সংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই শোভা যাত্রার মাঝে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় কে ত্রিশূল হাতে হাঁটতে দেখা যায়।তিনি বলেন সিঙ্গুর একটি সেন্টিমেন্টাল জায়গা সারা রাজ্যের মানুষ সিঙ্গুরকে ভালোবাসে আমিও সেই ভালোবাসার টানে সিঙ্গুরে এসেছি। তিনি বলেন আগে আমি সিঙ্গুরের কোন অনুষ্ঠানে আসিনি সংসদ হওয়ার সুবাদে সিঙ্গুরে আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে। ওই অনুষ্ঠানে উদয় সংঘ ক্লাবের সভাপতি তথা সিঙ্গুরের বিধায়ক ও রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন এই ক্লাবের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানটিকে আমরা ঐতিহাসিক হিসাবে চিহ্নিত করে রাখতে চাই। তার জন্য আমরা অভূতপূর্ব থিম সহ নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। ওই অনুষ্ঠানে হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

চন্দননগরের নিরঞ্জন নগর সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজোর

উদ্বোধনে উপস্থিত বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

বেবি চক্রবর্ত্তী: হুগলী : নিউজ সারাদিন : চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো ঐতিহ্যশালী সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী ঠাকুর দেখতে দূর দূরান্ত থেকে অর্থাৎ দেশ ছাড়াও বিদেশের বহু পর্যটক এখানে আসেন ঘুরতে। সেই জগদ্ধাত্রী পুজোর নির্ঘণ্ট বেজে গেল চতুর্থীর সন্ধা থেকেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চন্দননগর পৌর নিগমের ২ নম্বর ওয়ার্ড নিরঞ্জন নগর সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটির শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল আজ এই উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ স্পিকার মাননীয় বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, এছাড়াও কমিটি সহ সকল সদস্যারা। এছাড়াও বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদীপ জেলে পুজোর শুভ সূচনা করলেন। এরপর কমিটির পক্ষ থেকে তাকে বরণ করে নেওয়া হয় ও কমিটির এবং জগদ্ধাত্রী পুজো প্রসঙ্গে দু চার বক্তব্য রাখেন তিনি।

বহরমপুরে গঙ্গা উৎসব

বাসিরুল হক : নিউজ সারাদিন : মুর্শিদাবাদ জেলা শাসকের নির্দেশে বহরমপুরের গঙ্গাঘাটে সোমবার অনুষ্ঠিত হলো গঙ্গা উৎসব ২০২৪। গঙ্গা পরিষ্কার আমাদের অঙ্গীকার। সৌজন্যে জেলা গঙ্গা কমিটি মুর্শিদাবাদ। সহযোগিতায় উন্নয়ন আধিকারিকের করণ, বহরমপুর মুর্শিদাবাদ। সমর্থনে ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা। এদিন ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে অংকন প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়েই শুরু হয় এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী শুভংকর রায় এস ডি ও সদর বহরমপুর , শ্রী লিটন সাহা অফিসার ইনচার্জ মিউনিসিপ্যাল এফেয়ারস। শ্রী অমরজ্যোতি সরকার বিডিও বহরমপুর, শ্রীমতী সাত্যকি জানা ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট অফিসার, ডিস্ট্রিক্ট গঙ্গা কমিটি মুর্শিদাবাদ, শ্রীমতী শালিনি মহাপাত্র জয়েন্ট বিডিও বহরমপুর, ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকা অভিভাবক, অভিভাবিকা সহ অনেকেই এবং অন্যান্য আধিকারিকগন। গঙ্গা পরিষ্কার আমাদের অঙ্গীকার। আসুন করে দেখায় পূজার ফুল,পাতা ও অন্যান্য সামগ্রী জৈব বর্জ্য নদীর জলে অথবা ঘাটে যত্রতত্র না ফেলে পুরসভা কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে জৈব আবর্জনার পাত্রে ফেলুন। প্লাস্টিক বর্জ্য থার্মোকল ও অন্যান্য সামগ্রী ও অজৈব বর্জ্য নদীর জলে অথবা ঘাটে না ফেলে সুনিদৃষ্ট স্থানে ফেলুন। প্রতিমা বিসর্জনের ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রতিমার কাঠামো খড় ও অন্যান্য সামগ্রী জল থেকে তুলে সুনির্দিষ্ট জায়গায় রাখুন। মূর্তির কাঠামো ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম পুনর্ব্যবহারের জন্য প্রতিমার শিল্পীদের কাছে পাঠান। শৌচকর্মের জন্য সর্বদাই শৌচালয় ব্যবহার করুন। নদীতে বিভিন্ন গৃহস্থালী কর্ম থেকে বিরত থাকুন যা করবো না কোন ধরনের বর্জ্য পদার্থ নদীতে ফেলবেন না। কোন মৃত পশুর দেহ নদীর জলে অথবা ঘাটে ফেলবেন না। নদীর গতিপথ অবরুদ্ধ করে জীব বৈচিত্রের ব্যাঘাত ঘটাবেন না। নদীর পাড়ে শৌচকর্ম করবেন না অফিসার ইনচার্জ মিউনিসিপ্যাল এফেয়ারস ,শ্রী লিটন সাহা বলেন, "মাননীয় জেলা শাসকের নির্দেশে এবং জেলা গঙ্গা কমিটির উদ্যোগে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি সকলেই বহরমপুর শহরের গঙ্গা নদীর তীরে ছাত্র-ছাত্রী সহ এলাকার অভিভাবকদের নিয়ে। আমাদের উদ্দেশ্য আজকে গঙ্গা উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে মানুষকে আরও বেশি সচেতন করে তোলা। যাতে আমরা আগামী দিনে গঙ্গাকে শুদ্ধ করে তুলতে পারি এবং এর পাশাপাশি তার মধ্য দিয়ে পরিবেশকে আরও বেশি বাসযোগ্য করে তুলতে পারি। তিনি আরও বলেন গঙ্গা দূষণ বাড়ছে, সেটা নিয়েও পরিবেশ বিদ্যা নিরন্তরভাবে গবেষণা করে চলেছে। তাদের পরামর্শ নিয়েই কিন্তু জেলা গঙ্গা কমিটি অবিরত কাজ করে চলেছে। জেলা গঙ্গা কমিটির এই কাজের ফলেই কিন্তু যে টুকু গঙ্গা আজ আমাদেরকে একটা পরিবেশ রচনা করেছে তার পেছনে কিন্তু জেলা গঙ্গা কমিটির এক অপুরনীয় অবদান রয়েছে বলে তিনি জানান।

ভাষা গৌরব সপ্তাহ

উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর শুভেচ্ছা

নতুন দিল্লি, ৩ নভেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী #BhashaGauravSaptah উপলক্ষ্যে আসামের জনসাধারণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং এই সপ্তাহের তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় তিনি জানান, সম্প্রতি অসমিয়া ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ ভাষা ও সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই উপলক্ষ্যে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা আসামের সমৃদ্ধ ভাষাগত ঐতিহ্যর স্বীকৃতি উপলক্ষ্যে সপ্তাহজুড়ে ভাষা গৌরব সপ্তাহ উদযাপনের সূচনা সংক্রান্ত এক পোস্টের প্রত্যুত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেনঃ

"#BhashaGauravSaptah উদযাপন এক উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। অসমিয়া ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়ায় মানুষের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। অসমিয়া সংস্কৃতি ও জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগ আরো নিবিড় করার উদ্দেশ্যে সপ্তাহজুড়ে নানা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। আসামের বাইরে যারা বসবাস করেন, সেই সব অসমিয়া নাগরিকদেরও আমি এই উদ্যোগে শামিল হওয়ার আহ্বান জানাই"।

ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় সিনেমার

চার আইকনের শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন করা হবে

রাজ কাপুর, তপন সিনহা, আক্কিনেই নাগেশ্বর রাও এবং মহম্মদ রফির সংরক্ষিত কাজ এই বছর সামনে আসছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় সিনেমাকে বহুমুখী চিত্তাকর্ষক রূপ দিয়েছেন, এমন চার কিংবদন্তী চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বকে ৫৫-তম ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (আইএফএফআই) সম্মান জ্ঞাপন করা হবে। চলচ্চিত্র প্রদর্শন, আলোচনা সভা প্রভৃতির মাধ্যমে এই বছর চলচ্চিত্র উৎসবে রাজ কাপুর, তপন সিনহা, আক্কিনেই নাগেশ্বর রাও এবং মহম্মদ রফিকে শ্রদ্ধা জানানো হবে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এদের অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন আগত প্রতিনিধিরা। চিরকালীন ধ্রুপদী চলচ্চিত্রগুলির সংরক্ষণে এনএফডিসি-এনএফএআই এই চার কিংবদন্তীকে বিশেষ সম্মান জানাতে এঁদের চিরকালীন ধ্রুপদী চলচ্চিত্রগুলি এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হবে। এগুলি সংরক্ষণ করেছে এনএফডিসি-এনএফএআই। দর্শকরা ভারতীয় সিনেমার সব থেকে বিখ্যাত কয়েকটি নিদর্শন দেখার সুযোগ পাবেন। পুনরুদ্ধার করা এই প্রিন্টগুলিতে তাঁরা সেই জাঁকজমক ও শৈল্পিক অনুভূতির স্বাদ পাবেন।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে পুনরুদ্ধার করা রাজ কাপুরের আওয়ারা সিনেমায় দর্শকরা সেই উষ্ণতা, রসিকতা ও সহানুভূতির স্পর্শ পাবেন, যা রাজ কাপুর সাধারণ মানুষের জীবনে এনে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাকে তিনি যে রকম গভীরতা ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে সিনেমায় তুলে ধরেছিলেন, এই পুনরুদ্ধার তারই উদযাপন। তপন সিনহার ধ্রুপদী ছবি হারমোনিয়াম এই উৎসবে দেখানো হবে। দর্শকরা তপন সিনহার অননুকরণীয় গল্প বলার দক্ষতার সঙ্গে পরিচিত হবেন। তাঁর শিল্প চেতনা এবং চলচ্চিত্র ভাবনার উজ্জ্বল নিদর্শন হল হারমোনিয়াম। দেখানো হবে আক্কিনেনি নাগেশ্বর রাওয়ের যুগান্তকারী ছবি দেবদাসু-র পুনরুদ্ধার করা সংস্করণ। দেবদাসকে এই পরিচালক কী গভীরভাবে এঁকেছিলেন, সমকালীন দর্শকদের তিনি কীভাবে ভারতীয় সাংস্কৃতিক সত্তার সঙ্গে একাত্ম করে তুলেছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই সিনেমায়। আর এক ধ্রুপদী ছবি হাম দোনো এই উৎসবে প্রদর্শিত হবে। এর গান মহম্মদ রফির কণ্ঠে চিরকালীন হয়ে রয়েছে। এর মধ্য দিয়ে দর্শক ও শ্রোতারা ভারতীয় সঙ্গীত ও সিনেমা জগতে মহম্মদ রফির অতুলনীয় অবদানের পরিচয় পাবেন।

আইকনদের উদযাপন

পুনরুদ্ধার করা এইসব ধ্রুপদী ছবির প্রদর্শন ছাড়াও উৎসব জুড়ে এই চার কিংবদন্তীর সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার উদযাপন করা হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এঁদের জীবন ও কাজ নিয়ে চোখ ধাঁধানো উপস্থাপনার আয়োজন করা হয়েছে। এর সঙ্গে থাকবে তাঁদের সিনেমার যাত্রা নিয়ে দৃশ্য-শ্রাব্য উপস্থাপনা। আলোচনাচক্রের আয়োজন বিশিষ্ট অতিথি এই চার কিংবদন্তীর জীবন ও কাজ আলোচনা করবেন। পরিবারের সদস্যরা তুলে ধরবেন তাঁদের জীবনের নানা অজানা কাহিনী। এতে সিনেমা জগতের ওপর তাঁদের কাজের প্রভাব আরও ভালো করে বোঝা যাবে।

মাই স্ট্যাম্প-এর প্রকাশ

এই চার কিংবদন্তীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের নিদর্শন হিসেবে চলচ্চিত্র উৎসবের এঁদের উৎসর্গ করা মাই স্ট্যাম্প-এর প্রকাশ করা হবে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সিনেমায় এঁদের প্রভাব ধরা থাকবে এই স্ট্যাম্পগুলিতে।

দ্বিভাষিক প্রচারপত্র

এই চার কিংবদন্তীর কাজের বিবরণ ও অর্জিত সাফল্য নিয়ে বিশেষ দ্বিভাষিক প্রচারপত্র প্রকাশ করা হবে।

একগুচ্ছ গান

রাজ কাপুর ও মহম্মদ রফির সঙ্গে জড়িত ১৫০টি গান এবং তপন সিনহা ও এএনআর-এর সঙ্গে ৭৫টি গান প্রকাশ করা হবে। এতে শ্রোতারা ভারতীয় সিনেমার সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এঁদের অবদান সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

প্রদর্শনী

রাজ কাপুর, তপন সিনহা, এএনআর এবং মহম্মদ রফির ব্যক্তিগত সামগ্রী, ছবি এবং এ সক্রান্ত কারুকৃতি নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

বিষয়ভিত্তিক কার্যকলাপ

এই ব্যক্তিত্বদের প্রতি উৎসর্গ করা দিনগুলিতে বিষয়ভিত্তিক কার্যকলাপের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এঁদের কাজের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করাতে এবং এই সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে নানা কার্যকলাপ, ডিজিটাল ডিসপ্লে, ক্যুইজ প্রভৃতির আয়োজন করা হয়েছে।

বালু শিল্প

শতবার্ষিকী উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে কলা আকাদেমীতে বালু শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত বিখ্যাত বালু শিল্পী শ্রী সুদর্শন পট্টনায়েক তাঁর শিল্পের মাধ্যমে এই কিংবদন্তীদের শ্রদ্ধা জানাবেন।

দীর্ঘমেয়াদী শ্রদ্ধাঞ্জলি

শিল্প, ইতিহাস এবং পারস্পরিক বিনিময়ের মেলবন্ধন ঘটিয়ে ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এই চার কিংবদন্তীর উত্তরাধিকার ও গভীর প্রভাব সম্পর্কে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ওয়াকিবহাল করে তুলবে। ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শুধু সিনেমা প্রদর্শনের কিংবা চলচ্চিত্র প্রেমীদের সমবেত হওয়ার স্থান নয়। যে কিংবদন্তীরা তাঁদের চিরনবীন সৃষ্টির মাধ্যমে আজও বিশ্বজুড়ে সিনেমার আনন্দ ছড়িয়ে দিচ্ছেন, অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছেন, এই উৎসব তাঁদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনেরও এক মাধ্যম।

১-ম পাতার পর

বামফ্রন্টের নাম বদলালে কি সরকার বদলাবে?

বামফ্রন্টের নামবদলের পক্ষে নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও শরিক নেতারা একান্ত আলোচনায় মেনে নিচ্ছেন, বামফ্রন্টের নামবদলের দাবি সাম্প্রতিক অতীতেও উঠেছিল। ২০১৬ সালে বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা করে ভোটে লড়েছিল বামেরা। সেই সময়ে ফ্রন্টের একটি শরিক দল নামবদলের দাবি তুলেছিল। তাদের প্রস্তাব ছিল, কংগ্রেসের সঙ্গে যখন বোঝাপড়া করেই ভোটে লড়া হচ্ছে, তখন বামফ্রন্টের বদলে 'জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' নাম নিয়ে লড়া হোক। এক আরএসপি নেতার কথায়, "ওই সময়ে একটি শরিক দল এমন বায়নাক্কা শুরু করেছিল যে, বিমানদা (ফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু) আমায় ফোন করে বলেছিলেন, এরা কি সাইনবোর্ডটাকেও তুলে দিতে চাইছে?" যদিও শেষ পর্যন্ত বামফ্রন্ট নাম রয়ে গিয়েছিল এবং এখনও রয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে বামেদের সঙ্গে কংগ্রেসের তো সমঝোতা হয়েইছিল, পাশাপাশিই সেখানে জুড়ে গিয়েছিল নির্বাচনের আগে হঠাৎ তৈরি হওয়া আইএসএফ। এই তিন শক্তির নাম দেওয়া হয়েছিল 'সংযুক্ত মোর্চা'। সেই সংযুক্ত মোর্চার নামে ব্রিগেডে সমাবেশও হয়েছিল। তবে বামফ্রন্ট উঠে যায়নি। সেই সময়ে বামেদের প্রার্থীদের নামের আগে লেখা হয়েছিল, 'সংযুক্ত মোর্চার বামফ্রন্ট প্রার্থী'। যদিও সেই নাম কতটা বাস্তবসম্মত ছিল, তা নিয়ে বামেদের মধ্যে আলোচনা রয়েছে। কারণ, সেই ভোটেই বাংলায় বামেরা বিধানসভার আসনসংখ্যার নিরিখে প্রথম শূন্য হয়ে যায়। ফলে নতুন নাম দিলেই যে সাফল্য আসবে, সেই তত্ত্বও অনেকে মানতে চাইছেন না। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে বামফ্রন্ট-কংগ্রেসের বোঝাপড়া হলেও তা সার্বিক ছিল না। কোচবিহার আসনে ফরওয়ার্ড ব্লকের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল কংগ্রেস। আবার পুরুলিয়াতেও ফরওয়ার্ড এবং কংগ্রেস দুই দলেরই প্রার্থী ছিল। দেখা গিয়েছিল, বামফ্রন্টগত ভাবে কোচবিহারের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থীকে সমর্থন দেওয়া হয়েছিল। আবার পুরুলিয়ায় কংগ্রেসের নেপাল মাহাতো পেয়েছিলেন ফ্রন্টের সমর্থন। সেই সময়ে সিপিএম এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের সংঘাত এমন জায়গায় গিয়েছিল যে, আলিমুদ্দিনের এক প্রথম সারির নেতা একান্ত আলোচনায় বলে দিয়েছিলেন, "দরকারে বামফ্রন্টই তুলে দেব! কিন্তু এই ব্ল্যাকমেল নেব না।" যদিও বামফ্রন্ট ওঠেনি। তার পরেও রয়ে গিয়েছে।

২ পাতার পর

আমি তো প্রথম থেকেই বলছিলাম.', কোন প্রসঙ্গ তুললেন বিকাশ

চেয়েছিল। আদালতের নজরদারিতে সিবিআই তদন্ত চলছে। যে নারকীয় ঘটনা ঘটেছে, তা একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। এদিন ধৃত দাবি করেন, তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। কে তাঁকে ফাঁসিয়েছেন, সিবিআই তদন্ত করুক। এই ঘটনার মোটিভ কী, সিবিআই দ্রুত তদন্ত করুক। আমরা ন্যায়বিচার চাই।"

হরিদ্বারে গঙ্গা উৎসব, ২০২৪-এর উদ্বোধনে

গঙ্গা সংরক্ষণে প্রধানমন্ত্রীর দায়বদ্ধতার কথা তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সি আর পাতিল

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : হরিদ্বারের চণ্ডীঘাটে আজ কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রী শ্রী সি আর পাতিল গঙ্গা উৎসব, ২০২৪-এর উদ্বোধন করেন। দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী রাজভূষণ চৌধুরি, উত্তরাখণ্ডের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শ্রীমতী রেখা আর্য এবং জল শক্তি মন্ত্রকের সচিব শ্রীমতী দেবশ্রী মুখার্জি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। গঙ্গাকে জাতীয় নদী ঘোষণার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গার পক্ষ থেকে গঙ্গা উৎসব, ২০২৪-এর আয়োজন করা হয়েছে। গঙ্গা নদীর সংরক্ষণ এবং গঙ্গার আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে পরিচ্ছন্ন গঙ্গা নিয়ে সার্বিক সচেতনতা গড়ে তুলতে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। এবার অষ্টম পর্বে এই উদযাপন অনুষ্ঠান গঙ্গা অববাহিকায় ১৩৯টি জেলাজুড়ে অনুষ্ঠিত হবে।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রী শ্রী সি আর পাতিল গঙ্গাকে ঘিরে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা তুলে ধরে বলেন, গঙ্গা মাতৃজ্ঞানে পূজিত হন এবং দেশের ৬০ কোটি মানুষ এই নদী দ্বারা উপকৃত। তিনি বলেন, গঙ্গাকে ঘিরে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং মা গঙ্গার সংরক্ষণে জন-অংশগ্রহণের পথ দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে জল সঞ্চয় জন-ভাগীদারি বৃহত্তর জনসমর্থন লাভ করেছে। জল সঞ্চয়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির জল ধরে রাখার পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। মা গঙ্গার সংরক্ষণে জনসমর্থন এক সর্বাত্মক উদ্যোগ হওয়া দরকার বলে জানান তিনি। 'গঙ্গা সংবাদ' শিরোনামে উৎসবে উপস্থিত আধ্যাত্মিক নেতা ও গুরুদের সঙ্গে শ্রী পাতিল আলোচনা করেন। এরপর তিনি মহিলাদের জন্য গঙ্গায় রিভার রাফটিং অভিযানের সূচনা করেন। ৫০ দিনব্যাপী এই অভিযান গঙ্গা অববাহিকায় ৯টি বৃহৎ নগর এবং শহর হয়ে গঙ্গাসাগরে গিয়ে শেষ হবে।

অনুষ্ঠানে তিনি বিএসএফ-এর রিভার রাফটিং দলকেও সম্মানিত করেন।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় জল শক্তি প্রতিমন্ত্রী শ্রী রাজভূষণ চৌধুরি বলেন যে গঙ্গা সংরক্ষণের দিকে তাকিয়ে এই গঙ্গা উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম। মা গঙ্গা আমাদের সবাইকে একসূত্রে বেঁধেছে জানিয়ে তিনি বলেন যে পরিচ্ছন্ন গঙ্গা গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কাজ চলছে। বিহারে 'নমামি গঙ্গে' উদ্যোগে ৭,১৪৪ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পুষ্কর সিং ধামি মা গঙ্গার সংরক্ষণে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য জানান। কেন্দ্রীয় জল শক্তি প্রতিমন্ত্রী গঙ্গা উৎসব, ২০২৪-এর অঙ্গ হিসেবে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের একটি বাসের যাত্রার সূচনা করেন যেটি 'যুগে যুগে গঙ্গা : একটি সাহিত্য আলেখ্য' নামে 'গঙ্গা পুস্তক পরিক্রমা' করবে। এই উৎসবকে ঘিরে 'ঘাট পর হাট' নামে বাজারও বসছে যাতে নমামি গঙ্গে উদ্যোগের বিভিন্ন দিককে নানা স্টলে তুলে ধরা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় জল শক্তি প্রতিমন্ত্রী এবং অন্য অভ্যাগতরা হরিদ্বারে গঙ্গা আরতিতেও অংশ নেন।

ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং হরিয়ানার জন্য

১৫তম অর্থ কমিশনের অনুদান মঞ্জুর

নয়াদিল্লি, ০৫ নভেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ত্রিপুরা, মিজোরাম ও হরিয়ানা গ্রামীণ স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থাগুলির জন্য পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অনুদান মঞ্জুর করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ত্রিপুরায় গ্রামীণ স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থাগুলির জন্য প্রথম কিস্তিতে ৩১.৪০ কোটি টাকা নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত অনুদান এবং ৪৭.১০ কোটি টাকা নিয়ন্ত্রিত অনুদান বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অনুদান ১,২৬০টি গ্রামীণ স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া, হরিয়ানার জন্য প্রথম কিস্তিতে ১৯৪.৮৬৭ কোটি টাকা নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত অনুদান বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্যদিকে, মিজোরামের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে দ্বিতীয় কিস্তিতে ১৪.২০ কোটি টাকা নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত এবং ২১.৩০ কোটি টাকা নিয়ন্ত্রিত অনুদান বরাদ্দ করা হয়েছে। পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক এবং জল শক্তি মন্ত্রক (পানীয় জল ও স্যানিটেশন দপ্তর)-এর মাধ্যমে গ্রামীণ স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থাগুলির জন্য পঞ্চদশতম অর্থ কমিশনের অনুদানে ছাড়পত্র দেওয়ার সুপারিশ করে থাকে ভারত সরকার এবং এরপর এই অর্থ মঞ্জুর করে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক।

কানাডায় হিন্দু মন্দিরে হামলার নিন্দায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ০৪ নভেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কানাডায় হিন্দু মন্দিরে সাম্প্রতিক হামলা ও ভারতীয় কূটনীতিকদের হুমকির তীব্র নিন্দা করেছেন। ভারতের অবিচল অঙ্গীকারের উপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ন্যায় ও আইনের শাসনকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য কানাডা সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এক্স পোস্টে এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:

"কানাডায় হিন্দু মন্দিরের ওপর ইচ্ছাকৃত হামলার ঘটনার আমি তীব্র নিন্দা করছি। একইভাবে, আমাদের কূটনীতিকদের ভয় দেখানোর কাপুরুষোচিত চেষ্টা সমান ভয়ঙ্কর। এ ধরনের হিংসা ভারতের অঙ্গীকারকে কখনই দুর্বল করতে পারবে না। আমাদের আশা, কানাডা সরকার ন্যায় সুনিশ্চিত করবে এবং আইনের শাসনকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরবে।"

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৯৮ সংখ্যা ০৬ নভেম্বর, ২০২৪ বুধবার ২০ কার্ত্তিক, ১৪৩১

রেশন কার্ডের নিয়মে বড় বদল!

আগের চেয়ে কম চাল দেবে সরকার

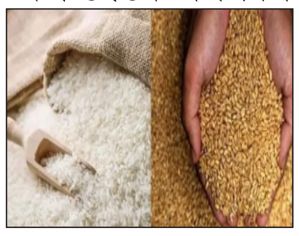

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেশন কার্ডের নিয়মে বড় বদল আনল কেন্দ্র। ফলে সরকারি প্রকল্পের চালে যারা দুবেলা ভাত খেতে অভ্যস্ত, তাঁদের অনেকেই বিপদে পড়তে পারেন।

কারণ, এখন থেকে আগের তুলনায় কম চাল দেবে কেন্দ্র। পরিবর্তে বাড়ানো হয়েছে গমের পরিমাণ। ১ নভেম্বর থেকে চালু হয়েছে নয়া নিয়ম। কেন্দ্রের গণ বণ্টন দফতর সূত্রের খবর, আগে রেশন কার্ডে মাসে ৩ কেজি চাল এবং ২ কেজি গম দেওয়া হত। এখন থেকে ওই নিয়ম বদলে এবার চাল ও গমের পরিমাণ সমান করা হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই গ্রাহকদের দেওয়া হবে আড়াই কেজি করে।

একইভাবে অন্ত্যোদয় কার্ডেও বড় বদল এনেছে কেন্দ্র। আগে এই প্রকল্পে গ্রাহক পিছু মাসে দেওয়া হত ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য। এর মধ্যে দেওয়া হত ১৪ কেজি গম এবং ৩০ কেজি চাল। নতুন নিয়মে চালের পরিমাণ ১২ কেজি কমানো হয়েছে। এখন থেকে অন্ত্যোদয় কার্ডে গ্রাহক মাসে ১৮ কেজি চাল এবং ১৭ কেজি গম পাবেন। একই সঙ্গে ১ ডিসেম্বরের মধ্যে কেওয়াইসি সম্পূর্ণ না করলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের রেশন কার্ড বাতিল হবে। বন্ধ হবে রেশন পরিষেবাও। এর আগে ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কেওয়াইসি করার নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্র। তারপরেও অনেকে করেননি। তাঁদের সুবিধার্থে মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

সম্পাদকীয়

বন্দিদের প্রতিবাদ করার 'মঞ্চ' প্রিজন ভ্যানই

গত এক যুগ ধরে ধারাবাহিক বিভিন্ন ঘটনা বলছে, প্রিজন ভ্যান যতটা গাড়ি, ততটাই বাকিটিও। কুণালও এই কারণগুলির কথাই বলেছেন। নিজের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, আদালতে তিনি নিজের সওয়াল নিজে করেছেন। জেলে বসে লেখা কুণালের ৯১ পাতার নোটও 'ফাঁস' হয়ে গিয়েছিল। তা নিয়েও হইচই হয়েছিল রাজ্য রাজনীতিতে। প্রিজন ভ্যানের দিন অতীত। কুণালের 'প্রত্যাবর্তন' হয়েছে রাজ্যের রাজনীতিতে। বাকিরা অনেকে বিভিন্ন মামলায় এখনও বন্দি। কেউ কেউ জামিনও পেয়েছেন। প্রিজন ভ্যান রয়ে গিয়েছে প্রতিবাদের 'মঞ্চ' হয়ে।আরজি করের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের মামলায় অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সোমবার প্রিজন ভ্যানের ভিতর থেকে জানলার জালের সামনে এসে চিৎকার করে বলেছেন, "আমি ধর্ষণ, খুন করিনি।সরকার আমায় ফাঁসাচ্ছে।" বলেছেন, 'আসল' লোককে বাঁচাতে তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে। সেই সূত্রেই আলোচনায় উঠে আসছে এক যুগ আগে প্রিজন ভ্যান থেকে তৎকালীন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ কুণাল ঘোষের 'প্রতিবাদী' কণ্ঠ। সারদা মামলায় বিধাননগর কমিশনারেটের হাতে ধৃত কুণাল যখন বলতেন, "সারদার সব থেকে বড় বেনিফিশিয়ারি (মুনাফাভোগী) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়", তখন তাঁকে কথা বলতে বাধা দিত পুলিশ। কুণাল পাল্টা ফুঁসে উঠে বলতেন, "যান, গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অ্যারেস্ট করুন!"

কুণালের সেই বক্তব্য নিয়ে রাজ্য রাজনীতি সরগরম হত। বিরোধীরাও ওই বক্তব্যকে 'হাতিয়ার' করতেন। যেমন আরজি করের ঘটনায় ধৃতের সোমবারের বক্তব্য ধরে ইতিমধ্যেই ময়দানে নেমেছেন আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারেরা। তাঁদের আন্দোলনের অন্যতম নেতা কিঞ্জল নন্দ বলেছেন, "কে তাঁকে ফাঁসাল? কেন ফাঁসাল? এর উদ্দেশ্য কী?"সোমবার শিয়ালদহ আদালতে আরজি কর মামলায় চার্জ গঠন হয়। সে কারণেই ধৃত সিভিককে পেশ করা হয়েছিল আদালতে। যদিও কুণালের মতো ধৃতের বক্তব্য থামাতে পুলিশের বিশেষ 'তৎপরতা' চোখে পড়েনি। এমনকি, কুণালের কথা যাতে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায় ধরা না পড়ে, তাই পুলিশই প্রিজন ভ্যান পিটিয়ে ভিন্ন শব্দ তৈরি করত। মুখে 'হা রে রে রে রে' করে চিৎকারও করত। কিন্তু কুণাল থামতেন না। আর জি করের ঘটনায় ধৃত অভিযুক্তকে অবশ্য এত চেষ্টা করতে হয়নি। তিনি মোটামুটি নির্বিঘ্নেই তাঁর বক্তব্য বলতে পেরেছেন। জোরগলায়।

কুণাল অবশ্য তুলনা টানতে রাজি নন। তাঁর কথায়, "দু'টি ঘটনা ভিন্ন। তখন প্রকাশ্যে মুখ খোলার জন্য আমার কপালে প্রিজন ভ্যান জুটেছিল। এ ক্ষেত্রে ধর্ষণ এবং খুনের মতো নারকীয় ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া এক জন চিৎকার করেছে। ও জানে ফাঁসি অনিবার্য! তাই বলেছে।"তবে শুধু কুণাল বা আরজি কর-কাণ্ডে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার নন। সাম্প্রতিক সময়ে জেলবন্দি অনেকেই প্রিজন ভ্যান থেকে ফুঁসে উঠেছেন। অভিযোগ করেছেন। তাঁদের ফাঁসিয়ে দেওয়ার তত্ত্ব বলেছেন। দাবি করেছেন, তিনি 'নির্দোষ'। সেই তালিকায় রয়েছেন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত বলাগড়ের তৃণমূল নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাগড়েরই আর এক নেতা কুন্তল ঘোষ। রয়েছেন তাপস মণ্ডল। শান্তনু এক বার প্রিজন ভ্যানের পাদানিতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "আমি নির্দোষ। আমি নির্দোষ। আমি টাকা নিইনি। জেলের ভিতরে যারা আছে, তারা ফাঁসাচ্ছে।" তখনও প্রশ্ন উঠেছিল, শান্তনু কাদের কথা বলছেন। যদিও সেই প্রশ্ন বেশি দিন জারি ছিল না। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও প্রিজন ভ্যানে বসে বা নামা-ওঠার সময়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। এ-ও দাবি করেছেন, তিনি নির্দোষ।বন্দিরা কেন প্রিজন ভ্যানকে এই ভাবে 'ব্যবহার' করেন? কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার গৌতমমোহন চক্রবর্তীর কথায়, "একজন বন্দির কাছে নিজের কথা বলার সুযোগ কম। জেলে তিনি বলতে পারেন না। কোর্টে পেশ করলে আদালত কক্ষেও যে তিনি কথা বলতে পারবেন তারও নিশ্চয়তা নেই। তাঁর কাছে খোলা জগৎ বলতে প্রিজন ভ্যান থেকে নামা এবং সেখানে গিয়ে ওঠা। সেই সুযোগটা তাঁরা ব্যবহার করেন।" প্রাক্তন এই পুলিশকর্তা আরও একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, "এই ধরনের বন্দিদের কোর্টে পেশ করা হলে সেখানে সংবাদমাধ্যম থাকে। ফলে তাঁরাও ভাবেন সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু একটা বললে তাঁর কথাটা জনমানসে ছড়িয়ে যাবে।"

দেবী মহিষাসুরমর্দ্দিনী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

২০২০ সালে মাতৃশক্তি বইটির লেখা শুরু করেছিলাম, তবে ২০২৪এ সে যে বইটি হবে আমি কোনদিন উপলব্ধি করিনি। সে কারণেই সত্যি কথাটা বারবার আমার কলমে তুলে ধরি। সেজন্য সত্যিটা স্বীকার করে নিলাম এই লেখার মাধ্যমে। সবাই ভাবছে এত তাড়াতাড়ি এত বই হচ্ছে কিভাবে। তা নয় লেখার সূচনা হয় বহু কাল আগে থেকে আর শেষ হয় একটা সময়। যাকে সব কথা ফিরে আসি, এ পৃথিবীতে আমরা মাতৃগর্ভে থেকে জন্ম নিয়ে, ধরণীর বুকে, ধরাধামে মায়ার সংসারে লীলা খেলায় মেতে আছি!ভুলে গেছি সেই আরব্ধ দেবদেবীর কথা ,যিনি আমাকে এই পৃথিবীর বুকে মনুষ্যরূপ দিয়েছিল। আমার আমার মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছি এবং ভুলে গেছি আদি সত্যার কথা।তারপরও আমরা ভেবে দেখি না, কি নিয়ে এসেছি আর কি নিয়ে যাবো, এই পৃথিবী ছেড়ে দুনিয়ার ওপারে।তাই সৃষ্টিকর্তা বারবার মনে করাতে বিভিন্ন ভাবে আগমন হয়েছিল এই পৃথিবীর বুকে।আমরা সেই স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য ,বছরে একবার তাকে অন্তত যাকযোগ্য করে আগমনের ঘটায়। দেখতে দেখতে এসে গেছে দুর্গাপুজো এখনো আমাদের মনের অন্তরে ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। মা আসছেন সেই আনন্দে উদ্বেল বঙ্গবাসী। নতুন পোশাক, সাজগোজ, ঘর সাজানো সবই অনেকের সারা হয়ে গেছে। বঙ্গজীবনের শ্রেষ্ঠ উৎসব শুরু থেকে শেষ হয় দেবী দুর্গার বাপের বাড়ি আগমন থেকে স্বামীগৃহে গমন পর্যন্ত। তো কৈলাস থেকে ৪ সন্তানকে নিয়ে মা তো আর হেঁটে আসবেন না পিতৃগৃহে। তাই যানবাহন প্রয়োজন। দেবী কিন্তু আদিঅনন্তকাল ধরে ৪টি যানেই গমনাগমন করেন। প্রতিটি যানবাহনে গমনাগমনের আবার প্রভাবও পড়ে জগত সংসারে, মানব জীবনে। ফলে প্রতি বছরই বাঙালির কমন প্রশ্ন হল মা কিসে আসছেন আর কিসে ফিরছেন? এবার মা আসছেন ৬ই কার্তিক ১৪২৭, ২৩অক্টোবর ২০২০

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বিকশিত ভারত- ভবিষ্যৎমুখী ভাবনায় কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের

৫০-তম প্রতিষ্ঠা দিবসের উদযাপন চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের জন্য

কোল ইন্ডিয়ার জনমুখী উৎপাদনভিত্তিক উৎসাহদান প্রকল্পের প্রশংসা করলেন কয়লা মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : কয়লা মন্ত্রকের অধীন কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড গতকাল কলকাতায় সদর দপ্তরে ৫০-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করলো। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় কয়লা ও খনি মন্ত্রী শ্রী জি কিষাণ রেড্ডি, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন কয়লা মন্ত্রকের সচিব শ্রী বিক্রম দেব দত্ত। দেশের শক্তিক্ষেত্রে গত ৫ দশক ধরে কোল ইন্ডিয়ার অসাধারণ অবদান উদযাপনের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে সংস্থার ভবিষ্যৎ উদ্যোগ ও কৌশলগত দিশা নির্দেশের রূপরেখাও উঠে আসে। এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জি কিষাণ রেড্ডি সংস্থার সুবর্ণজয়ন্তী লোগো এবং ম্যাসকট 'অঙ্গার'-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। এই লোগোতে ভারতের শক্তি ক্ষেত্রের মেরুদণ্ড হিসেবে কোল ইন্ডিয়ার প্রধান ভূমিকা এবং উদ্ভাবন, প্রগতি ও সুস্থিতির প্রতি সংস্থার অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটেছে। ম্যাসকটের মধ্যে দিয়ে কয়লা খনি শ্রমিকদের শক্তি, সামর্থ, সাহস ও নিষ্ঠা ফুটে উঠেছে। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আদলে ম্যাসকটটি তৈরি করা হয়েছে।

শ্রী জি কিষাণ রেড্ডি ৫০ বছরের মাইলফলকে পৌঁছনোর জন্য কোল ইন্ডিয়ার আধিকারিক, কর্মী ও শ্রমিকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, কয়লার আমদানি কমানোর লক্ষ্যে এর উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। শ্রমিক কল্যাণ এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া খনিগুলির শ্রমিকদের পুনর্বাসনের ওপর জোর দেন তিনি। কোল ইন্ডিয়ার উৎপাদনের ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করে তাদের জন্য ফলাফল ভিত্তিক উৎসাহদান প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান শ্রী রেড্ডি। কয়লা মন্ত্রী বলেন, নিলামের মাধ্যমে কয়লা খনিগুলির স্বচ্ছ বন্টন এবং কয়লার উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ২০১৫ সালে কয়লা খনি বিশেষ বিধিনিয়ম আইন (সিএমএসপি) চালু হয়েছে। এর ফলে ইস্পাত, সিমেন্ট ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে কয়লার সরবরাহ সুনিশ্চিত করা গেছে। ২০২০ সালে বাণিজ্যিক কয়লা খনির সূচনা স্বচ্ছতা, সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ এবং বিনিয়োগের সম্ভাবনা প্রসারিত করেছে। বর্তমানে খোলা বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো যোগ্যতা ও দৃঢ়তা কোল ইন্ডিয়ার রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। শ্রী রেড্ডি বলেন, ভারতের শক্তি ক্ষেত্রে আগামী দশকগুলিতেও কয়লা যে প্রধান স্থান অধিকার করে থাকবে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু ভারত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলাতেও বিপুল বিনিয়োগ করছে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ অধিগ্রহণের জন্য অগ্রসর হয়ে কোল ইন্ডিয়া তার কর্মধারার বহুমুখীকরণের যে প্রয়াস চালাচ্ছে, শ্রী রেড্ডি তার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বিকশিত ভারতের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কোল ইন্ডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং সংস্থাকে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। কয়লা সচিব শ্রী বিক্রম দেবদত্ত বলেন, কোল ইন্ডিয়া ভারতীয় গ্রাহকদের আমদানি করা কয়লার থেকে সুলভে কয়লা সরবরাহ করছে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে মজুত কয়লার পরিমাণ চলতি বছরের ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত ৩১.৬ টনে পৌঁছে গেছে বলে তিনি জানান। গত বছর এই একই সময় মজুত কয়লার পরিমাণ ছিল ১৮.৮ টন। অর্থাৎ এক বছরে কয়লা মজুতের ক্ষেত্রে ৬৮ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। এর সিংহভাগ কৃতিত্ব কোল ইন্ডিয়ার বলে তিনি মন্তব্য করেন। শ্রী কিষাণ রেড্ডি কয়লা ও লিগনাইট অনুসন্ধানের কৌশলগত প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। বন্ধ খনি সংক্রান্ত একটি পোর্টালের উদ্বোধন করেন তিনি। মন্ত্রী জানান, নর্দার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের নিগাহি প্রকল্পে আড়াইশো কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০ মেগাওয়াটের একটি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এখানে ৪ কোটি ৯০ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। সংস্থার কৃতী কর্মীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন কয়লামন্ত্রী।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

রাজা তখন বলেন এই কথা বললেই আমার প্রাণ যাবে, তাও যদি তুমি শুনতে চাও তো বলবো। তাও রানী শুনতে চায় শুনে তিনি বলেন আমি মরলে যদি খুশি হও তাহলে ওই নদীর ধারে চলো বলব। রানী ভাবে কথা বললে আবার কেউ মারা যায় নাকি? তারা নদীর ধারে এসেছে, হঠাৎ এক শিয়ালিনী শিয়ালকে বলে ,ওই দেখো জলে মরা ভেসে যাচ্ছে নিয়ে এসো দুজনে খাওয়া যাবে।

ক্রমশঃ

'বিজেপির লোকরাই বলতে পারে', সুকান্তর অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে মন্তব্যের সমালোচনা ফিরহাদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। তিনি নাকি টাকার টোপ দিয়ে মহিলাদের কাছে টানার চেষ্টা করছেন ভোটের স্বার্থে! এই ইস্যুতে কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বললেন, 'আমরা কিন্তু বলিনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতে গেলে তৃণমূল করতে হবে।' সোমবার কাটোয়ায় দলের সদস্যপদ অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন সুকান্ত। সেখানেই তাঁকে বলতে শোনা যায়, "অন্নপূর্ণা যোজনার ৩০০০ টাকা পেতে গেলে পূরণ করতে হবে ভারতীয় জনতা পার্টির ফর্ম।" বিজেপি নেতার এই মন্তব্য ঘিরে এই মুহূর্তে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ আগেই বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, কুৎসা করে বাংলা দখল করতে না পেরে এখন টাকার প্রলোভন দেখাচ্ছে! এবার সরব হলেন ফিরহাদ হাকিম।

মঙ্গলবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ১৫৫তম জন্মতিথি উপলক্ষে মাল্যদান অনুষ্ঠানে আসেন ফিরহাদ হাকিম। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। তখন সুকান্তর মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিজেপিকে কটাক্ষ করেন তিনি।

ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড কে পায় না? সব রাজনৈতিক দলের মনোভাবাপন্ন লোকজনই পান। কিন্তু বিজেপি এই ধরনের মন্তব্য করে কারণ তাঁরা সব বিষয় নিয়েই রাজনীতি করতে চায়। রাজনীতিকরণ ছাড়া বিজেপি কিছু বোঝে না। এটাই ওদের নোংরা খেলা।' রাজ্য সফরে এসে গত ২৭ অক্টোবর সদস্য সংগ্রহ অভিযানের সূচনা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন, বাংলায় ১ কোটি সদস্য সংখ্যার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতেই হবে। সেই প্রসঙ্গ টেনে কাটোয়ায় কর্মীদের উদ্দেশে সুকান্ত বলেছিলেন, এখন পর্যন্ত যে ১৩ কোটি মেম্বারশিপ হয়েছে তা নরেন্দ্র মোদী একা বা রাজ্যের রাজ্য সভাপতিরা একা করেনি, করেছেন কর্মীরা। তাই আরও বেশি মানুষের কাছে যান। বিশেষত, মহিলাদের গিয়ে অন্নপূর্ণা যোজনার ৩০০০ টাকার কথা বলুন। এই মন্তব্য নিয়েই যত বিতর্ক।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

আবারও মুক্তির তারিখে পরিবর্তন, কবে আসছে 'পুষ্পা: দ্য রুল'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কয়েক দফা তারিখ পিছিয়ে ডিসেম্বরের ৬ তারিখে মুক্তির তারিখ ঠিক করা হয়েছিল আলোচিত 'পুষ্পা: দ্য রুল' সিনেমার। সেই তারিখেও এসেছে পরিবর্তন। তবে এবার না পিছিয়ে একদিন এগিয়ে আনা হয়েছে মুক্তির তারিখ।

ডিসেম্বরের ৫ তারিখে প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় আসছে 'পুষ্পা: দ্য রুল' সিনেমাটি। এই সিনেমার নায়ক আল্লু অর্জুন সিনেমা মুক্তির নতুন তারিখ ঘোষণা করে একটি পোস্ট দিয়েছেন তার ইনস্টাগ্রামে।

২০২১ সালে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমার প্রথম কিস্তি 'পুষ্পা: দ্য রাইজ' বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল। প্রায় ৭০০ কোটি রুপির দ্বিতীয় কিস্তি আরও বেশি সাড়া জাগাবে বলে আশা করছেন নির্মাতারা। প্রথমে কথা ছিল, গেল বছরের শেষ দিকে মুক্তি পাবে 'পুষ্পা: দ্য রুল'। কিন্তু শুটিং শিডিউল নিয়ে জটিলতা, চিত্রনাট্যে রদবদল, অভিনয় শিল্পীদের মধ্যে মনোমালিন্যসহ নানা জটিলতায় মুক্তি আটকে যায়। পরে 'পুষ্পা' টিমের পক্ষ থেকে জানানো হয়, চলতি বছরের ১৫ অগাস্ট মুক্তি পাচ্ছে 'পুষ্পা ২', যদিও সেটাও হয়নি। তবে এরি মধ্যে মুক্তির আগেই ১ হাজার কোটি রুপি আয় করেছে 'পুষ্পা ২'। প্রেক্ষাগৃহে বিভিন্ন ভাষায় 'পুষ্পা ২' দেখানোর স্বত্ব নির্মাতারা ৬৬০ কোটি রুপিতে বিক্রি করেছেন। এর মধ্যে তেলেগু ভাষার স্বত্ব বিক্রি করা হয়েছে ২২০ কোটি রুপিতে; হিন্দি সংস্করণের স্বত্ব বিক্রি করা হয়েছে ২০০ কোটি রুপিতে। অন্যদিকে তামিল ভাষার জন্য নির্মাতারা নিয়েছেন ৫০ কোটি রুপি। আন্তর্জাতিক পরিবেশনার স্বত্ব বিক্রি করা হয়েছে ১৪০ কোটি রুপিতে। এছাড়া ওটিটি, স্যাটেলাইট ও সংগীতের স্বত্ব বিক্রি হয়েছে মোট ৪২৫ কোটি রুপিতে। একটি ওটিটি মাধ্যম সিনেমাটি ২৭৫ কোটি রুপিতে কিনেছে। সংগীত ও স্যাটেলাইট স্বত্ব বিক্রি করা হয়েছে যথাক্রমে ৬৫ এবং ৮৫ কোটি রুপিতে।

সিনেমা মুক্তির আগে তার স্বত্ব বিক্রি হয়ে যাওয়া এখন সাধারণ ঘটনা। তবে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হচ্ছে, এখন পর্যন্ত মুক্তির আগে কোনো ভারতীয় সিনেমা 'পুষ্পা ২'-এর মতো ব্যবসা করতে পারেনি।

সিনেমায় আল্লু অর্জনের প্রেমিকা শ্রীবল্লীর চরিত্রে রাশমিকা মানদানাই থাকছেন। এছাড়াও ফাহাদ ফাসিল, সুনীল, প্রকাশ রাজ, জগপতি বাবু, অনুসূয়া ভরদ্বাজকে দেখা যাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। প্রথম কিস্তির আইটেম গান দিয়ে ভারতজুড়ে পরিচিতি পেয়েছিলেন সামান্থা রুথ প্রভু, এবার সেই ভূমিকায় দেখা যাবে শ্রদ্ধা কাপুরকে।

শতাধিক গাছ কেটে শুটিং, বিপাকে যশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণী সিনেমার সুপারস্টার যশের পরবর্তী সিনেমা 'টক্সিক'। তার এ সিনেমার জন্য মুখিয়ে আছেন ভক্তরা। কিন্তু তার আগেই বিতর্কে জড়িয়েছে সিনেমাটি। বিনা অনুমতিতে শতাধিক গাছ কেটে সিনেমাটির শুটিং সেট নির্মাণের অভিযোগ তুলেছেন কর্নাটকের পরিবেশ মন্ত্রী ঈশ্বর খান্দ্রে।

ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআইকে মন্ত্রী ঐশ্বর খান্দ্রে বলেন, বেঙ্গালুরুর পেনিয়া এলাকার সংরক্ষিত বনাঞ্চলের গাছ কেটে 'টক্সিক' সিনেমার সেট নির্মাণ করা হয়েছে। আমি ওই এলাকা ঘুরে এসেছি। সেখান থেকে গাছ কাটতে দেখেছেন, তার অনেক স্বাক্ষীও আছে। গত বছরও স্যাটেলাইট ছবিতে ওই স্থানে অনেক গাছ দেখেছি। কিন্তু এখন ফাঁকা।

আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে বিবিএমপি-কে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছি। তদন্ত করে এ বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করব। এটি আইনের গুরুতর লঙ্ঘন। আমরা বেঙ্গালুরুতে আরেকটি লালবাগ পার্ক করব না।

'টক্সিক' সিনেমা পরিচালনা করছেন গীতু মোহনদাস। অভিনয়ের পাশাপাশি এটি প্রযোজনা করছেন যশ নিজেই। তবে এ নিয়ে তাদের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে সিনেমাটির প্রোডাকশন হাউজ কেভিএন প্রোডাকশন হাউজের সঙ্গে যোগাযোগ করে সংবাদমাধ্যমটি। তারা মন্ত্রীর অভিযোগ অস্বীকার করে জানায়, এটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল নয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তি। প্রয়োজনীয় আইন মেনেই শুটিং সেট নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ডিসেম্বরে অ্যাকশন-থ্রিলার ঘরানার 'টক্সিক' সিনেমা নির্মাণের ঘোষণা আসে। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৫ সালের ১০ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।

অভিনেতা নয়, এবার নেতার ছেলের সঙ্গে সাইফকন্যার প্রেম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনও রাখঢাক নেই বলিউড অভিনেতা সাইফ আলি খানের কন্যা সারা আলি খানের। অভিনেত্রী ছোট থেকেই কার কার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন, তা নির্দ্বিধায় বাবার সামনে বসেই অকপটে তা বলতে পারেন। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনো রাখঢাক নেই সাইফকন্যার।

নিজের প্রথম ছবি মুক্তির আগেই জানিয়েছিলেন- অভিনেতা কার্তিক আরিয়ানকে তার পছন্দ। এর পর তার সঙ্গে ছবি করা থেকে শুরু করে প্রেম- সবটাই হয়েছে। যদিও শেষে গিয়ে টেকেনি তাদের সেই সম্পর্ক। এরপর শোনা যায়, আরেক প্রেমিক বীর পাহাড়িয়ার কাছেই নাকি ফিরে গেছেন সারা আলি খান। এবার নব্য নায়িকাকে নিয়ে শোনা যাচ্ছে নতুন চর্চা।

সূত্রের বরাতে ভারতীয় গণমাধ্যমকে বলছে, এবার কোনো অভিনেতা নয়, নেতার ছেলের সঙ্গে নাকি প্রেম করছেন সাইফকন্যা সারা আলি। সম্প্রতি তার কেদারনাথ দর্শনের ছবি নাকি সেই প্রমাণই দিচ্ছে। শুরু হয়েছে নতুন চর্চা। প্রতি বছরই কেদারনাথ দর্শন করতে যান অভিনেত্রী। কখনো ভাইয়ের সঙ্গে যান, আবার কখনো জাহ্নবী কাপুরের সঙ্গে যান। কিন্তু এবার সারার কেদারনাথ যাত্রার সঙ্গী ছিলেন সেই নেতার ছেলে বলে জানা গেছে।

কেদারনাথ দর্শনের একগুচ্ছ ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছেন সারা আলি খান। কিন্তু কার সঙ্গে গেছেন, তার আভাস তিনি দেননি। যদিও সামাজিকমাধ্যমে এখন অনেক কিছুই আড়াল করা কঠিন। তাতে একরকম ধরাই পড়ে গেলেন এ অভিনেত্রী। সারাকে কেদারনাথে দেখা গেছে অর্জুন প্রতাপ বাজওয়ার সঙ্গে। আর তা নিয়েই সামাজিকমাধ্যমে নেটিজেনদের চর্চা শুরু হয়েছে সারা-অর্জুনের সম্পর্ক নিয়ে। অর্জুন প্রতাপ সিং হচ্ছেন পাঞ্জাবের বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ফতেহ জং সিং বাজওয়ার ছেলে। পাঞ্জাবে বিজেপির সহসভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। যদিও অর্জুন চলচ্চিত্র জগতের লোক। ভারতের অন্যতম নামি মডেলও। একাধিক ব্র্যান্ডের প্রচার দূত হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। বলিউড অভিনেত্রীদের সঙ্গেও তার ওঠবস। এদিকে রাজনৈতিক অঙ্গনের লোকদের সঙ্গে সারার প্রেম এই প্রথম নয়। এর আগেও সারা রাজনৈতিক প্রভাবশালী পরিবারের এক ছেলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন। তবে অর্জুনের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা দেননি অর্জুন-সারা দুজনেই।

অসুস্থ রচনা ব্যানার্জি, সব অনুষ্ঠান বাতিল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী রচনা ব্যানার্জি। অভিনয় দক্ষতা দিয়ে সিনেমাপ্রেমীদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। বর্তমানে বাংলা রিয়েলিটি গেম শো 'দিদি নম্বর ওয়ানে' সঞ্চালিকা হিসেবে রয়েছেন। এদিকে ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদন জানা যায়, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অভিনেত্রী রচনা ব্যানার্জি।

এই খবর চারিদিকে জানাজানি হওয়ার পর খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন তার ভক্ত-অনুরাগীরা। আগামী দুই দিনের সব অনুষ্ঠান বাতিল করেছেন এ অভিনেত্রী। তবে খুব যে চিন্তার কারণ নেই সে কথা জানানো হয়েছে রচনার পক্ষ থেকে।

অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, 'পেটের সমস্যা হয়েছিল, প্রেশার কমে গেছে। রচনা এখন অনেকটাই সুস্থ খুব বেশি চিন্তার কিছু হয়নি। আপাতত বিশ্রাম নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।' যে কোনও পূজার আগেই তারকাদের কাজের অনেক বেশি চাপ থাকে। কারণ, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পূজার উদ্বোধন, নানা অনুষ্ঠানে যাওয়ার থাকে। তাই সেই সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে সত্যিই খুব কঠিন অবস্থা হয়।

তাই তো কালীপূজার আগে নিজের সব কাজ বাতিল করতে হল রচনাকে। তবে কেউ যাতে তার জন্য সমস্যায় না পড়েন তার জন্য আগে ভাগেই নিজের শারীরিক অসুস্থতার কথা জানিয়ে দিলেন রচনা।

এর আগে শুধু অভিনেত্রীকে 'দিদি নম্বর ১' -এর মঞ্চে সঞ্চালিকা হিসেবেই দেখা গিয়েছিল। এখন তিনি রাজনীতিতেও সক্রিয়। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলে যোগ দেন রচনা।

নির্বাচনী প্রচারের সময় বিভিন্ন সময়ে নিজের বক্তব্যের জন্য সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় রচনাকে। যদিও কোনও কথাতেই কান দিতে রাজি নন অভিনেত্রী তথা তৃণমূল সাংসদ।

'শুটিংয়ে মাধুরী-বিদ্যা আসার পর আমার উথালপাথাল অবস্থা'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আনিস আজমি পরিচালিত বলিউডের জনপ্রিয় সিনেমা ফ্র্যাঞ্চাইজি 'ভুল ভুলাইয়া'। দুই বছরের বিরতি নিয়ে নির্মিত হয়েছে এ ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তি। তবে সিনেমাটির দ্বিতীয় কিস্তিতে ছিলেন না মঞ্জুলিকা চরিত্র রূপায়নকারী অভিনেত্রী বিদ্যা বালান। এবার দেখা মিলবে তার, সঙ্গে রয়েছেন মাধুরী দীক্ষিত, কার্তিক আরিয়ান।

মজার ব্যাপার হলো, 'ভুল ভুলাইয়া থ্রি' সিনেমায় অভিনয় করেছেন ভারতীয় বাংলা সিনেমার কমেডিয়ান কাঞ্চন মল্লিক। এতে রাজার বডিগার্ডের চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। সিনেমাটিতে অভিনয়ের বিষয়ে এতদিন মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন কাঞ্চন। তবে ট্রেইলার মুক্তির পর খবরটি আর চাপা থাকে না।

বিদ্যা বালান, মাধুরী দীক্ষিতের মতো অভিনেত্রীদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন কাঞ্চন মল্লিক। চিরচেনা ভঙ্গিতে ভারতীয় গণমাধ্যমে কাঞ্চন মল্লিক বলেন, মাধুরী এলেন, বললেন 'নমস্কার'। ততক্ষণে আমার কৈশোর, যৌবন উথালপাথাল হয়ে গিয়েছে। কাঞ্চনের অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন মাধুরী। তা জানিয়ে কাঞ্চন মল্লিক বলেন, 'শট হলো। আমরা একসঙ্গে অভিনয় করলাম। তখনো আমি ভাবতেই পারছি না, কী ঘটে গেল আমার সঙ্গে! কাজ শেষ হতেই মাধুরী দীক্ষিত আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভেরি নাইস (খুব ভালো)।' মনে হলো, ওরে তোরা আমায় ছেড়ে দে, আমি বাড়ি যাই। বাড়ি ফিরেই সে কথা শ্রীময়ীকে বললাম। ওমা! সে আমাকে বলে, 'রাখো তো!' আসলে বাংলার ওই প্রবাদটা বড় সত্যি, গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।

বিদ্যা বালানে মুগ্ধ কাঞ্চন মল্লিক বলেন, বিদ্যার ওই লাস্য, সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। বিদ্যা বোধহয় আমাদের থেকে কোনো অংশে কম বাঙালি নন। একদিন খুব গরম পড়েছে। হাঁসফাঁস অবস্থা। আমি বললাম, 'উফ কী গরম!' বিদ্যা আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলে ফেললেন, 'কী কেলেঙ্কারি কাণ্ড বলুন তো!' আমি তো চমকে গেছি বিদ্যার মুখে 'কেলেঙ্কারি' শুনে! সে কথা বলতেই বিদ্যা বললেন, 'আমি একটা বাংলা কবিতাও বলতে পারি, 'শুনতে পেলাম পোস্তা গিয়ে/ তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে। এরপর সত্যিই আমার আর কিছু বলার ছিল না।

কাঞ্চন ভেবেছিলেন কার্তিক আরিয়ান অহংকারী হবেন। কিন্তু বাস্তবতা পুরোপুরি ভিন্ন। এ তথ্য উল্লেখ করে কাঞ্চন মল্লিক বলেন, বলিউডের শিল্পীরা কেউ দাম্ভিক নন। আমি তো ভেবেছিলাম, নতুন প্রজন্মের নায়ক কার্তিক আরিয়ান খুব অহংকারী হবেন। কিন্তু একটু মেলামেশার পর খুব সহজ হয়ে গেলেন। কার্তিকও বুঝে ফেললেন আমি আসলে বিরাট 'ফচকে'। শুনলাম, কলকাতায় এসেও কার্তিক আমার কথা বলেছেন। আমায় মনে রেখেছেন, এটাই আমাদের বন্ধুত্বের নিদর্শন।

'ভুল ভুলাইয়া থ্রি' সিনেমায় আরো অভিনয় করেছেন্র তৃপ্তি দিমরি, রাজেশ শর্মা, বিজয় রাজ, রাজপাল যাদব, সঞ্জয় মিশ্রা প্রমুখ। ভুষণ কুমার প্রযোজিত এ সিনেমা শুক্রবার (১ নভেম্বর) প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির কথা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালে পরিচালক প্রিয়দর্শন নির্মাণ করেন 'ভুল ভুলাইয়া' সিনেমা। এতে অভিনয় করেন অক্ষয় কুমার, বিদ্যা বালান, আমিশা পাটেল প্রমুখ। দীর্ঘ বিরতি নিয়ে প্রযোজক সিনেমাটির সিক্যুয়েল নির্মাণ করেন। 'ভুল ভুলাইয়া টু' পরিচালনা করেন আনিস আজমি। অভিনয় করেন কার্তিক আরিয়ান, কিয়ারা আদভানি। দুটো সিনেমাই বক্স অফিসে ভালো সাড়া ফেলে।

সৌদি আরবের
কোচ হিসেবে ফিরছেন রেনার্ড

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সৌদি আরব জাতীয় ফুটবল দলের কোচ হিসেবে আবারো ফিরে আসছেন হার্ভে রেনার্ড। সৌদি আরব ফুটবল ফেডারেশনের একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র বার্তা সংস্থা এএফপিকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। সূত্রটি জানায়, 'চুক্তির আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবার পর আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এ বিষয়ে ঘোষনা দেয়া হবে।'

রেনার্ডের অধীনে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে ফেবারিট আর্জেন্টিনাকে পরাজিত করে হইচই ফেলে দিয়েছিল সৌদি আরব। গত বছর মার্চে ফ্রান্স জাতীয় নারী দলের দায়িত্ব নিতে সৌদি আরবের চাকরি ছেড়েছিলেন ফ্রেঞ্চম্যান রেনার্ড। প্যারিস অলিম্পিকে ব্রাজিলের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজিত হয়ে ফ্রান্সের বিদায়ের পর ৫৬ বছর বয়সী রেনার্ড নারী দলের দায়িত্ব ছেড়েছিলেন। সৌদি আরবের কোচ হিসেবে রেনার্ডের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন ইতালিয়ান রবার্তো মানচিনি। কিন্তু দলের বাজে পারফরমেন্সে ১৪ মাস পর গত বৃহস্পতিবার রেনার্ড দায়িত্ব থেকে সড়ে দাঁড়ান। বিশেষ করে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ঘরের মাঠ জাপানের কাছে হারের পর বাহরাইনের সাথে ড্র করায় ম্যানচেস্টার সিটি ও ইন্টার মিলানের সাবেক বস মানচিনির ভবিষ্যত শঙ্কার মুখে পড়ে। ২০৩৪ বিশ্বকাপের একমাত্র বিডার হিসেবে একটি শক্তিশালী জাতীয় দল গঠনই এখন সৌদি আরবের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

৪ ক্রিকেটারকে ধরে রেখে মুস্তাফিজকে ছেড়ে দিলো চেন্নাই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলের আগামী আসরে মাহেন্দ্র সিং ধোনির খেলা নিয়ে সংশয় কেটে গেল। মেগা নিলামের আগে ভারতের সাবেক অধিনায়ককে ধরে রেখেছে চেন্নাই সুপার কিংস। গত আসরের দল থেকে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি ছেড়ে দিয়েছে বাংলাদেশের পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে।

ধরে রাখা ক্রিকেটারদের তালিকা জমা দেওয়ার শেষ সময় ছিল বৃহস্পতিবার (৩১ অক্টোবর) ভারতীয় সময় বিকেল পাঁচটা। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে ধরে রাখা ক্রিকেটারদের তালিকা প্রকাশ করে চেন্নাই। ৪৩ বছর বয়সী ধোনিকে 'আনক্যাপড' বা অভিষেক না হওয়া ক্রিকেটার হিসেবে মাত্র চার কোটি রুপিতে ধরে রাখতে পেরেছে চেন্নাই।

ধোনির পাশাপাশি চেন্নাই ধরে রেখেছে রুতুরাজ গায়কোয়াড় (১৮ কোটি), মাথিশা পাথিরানা (১৩ কোটি), শিভাম দুবে (১২ কোটি) ও রবিন্দ্রা জাদেজাকে (১৮ কোটি)।

২০১৯ বিশ্বকাপে সবশেষ ভারতের হয়ে খেলা ধোনিকে 'আনক্যাপড' ক্যাটাগরিতে বিবেচনা করা হয় নিয়মের একটি ধারায়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবশেষ ম্যাচ খেলার বা ভারতীয় বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে সবশেষ থাকার পাঁচ বছর পেরিয়ে গেলে সেই ক্রিকেটারকে 'অ্যানক্যাপড' হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। নিয়মটি প্রযোজ্য শুধু ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য।

২০০৮ সালে আইপিএলের শুরু থেকে এই নিয়ম থাকলেও ২০২১ সালে তা বাতিল করা হয়। এবার তা ফিরিয়ে আনা হয়। মূলত ধোনিকে ধরে রাখার ভাবনা মাথায় রেখেই আইপিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর সভায় এই নিয়মটি ফিরিয়ে আনার জোর দাবি তুলেছিল চেন্নাই।

২০১৯ বিশ্বকাপের পর অনেক দিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে থাকার পর ২০২০ সালের অগাস্টে জাতীয় দলকে বিদায় বলে দেন ধোনি। এরপর থেকে শুধু আইপিএলেই খেলছেন এই কিপার-ব্যাটসম্যান। গত আসরের আগে তার জায়গায় চেন্নাইয়ের অধিনায়ক করা হয় রুতুরাজকে। ব্যাট হাতে অবশ্য দারুণ সফল ছিলেন ধোনি। শেষ সময়ের দাবি মেটান তিনি দারুণভাবে। ৫৩.৬৬ গড়ে ১৬১ রান করেন ২২০.৫৪ স্ট্রাইক রেটে।

আরও কয়েক বছর খেলা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেন ধোনি কয়েক দিন আগে। গত আসরের আগে নিলামে দুই কোটি রুপিতে মুস্তাফিজকে দলে নিয়েছিল চেন্নাই। আইপিএলের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের হয়ে সেবার ৯ ম্যাচ খেলে ওভারপ্রতি ৯.২৬ করে রান দিয়ে ১৪ উইকেট নেন বাঁহাতি এই পেসার। ওই আসরে বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন তিনি।

গার্দিওলার স্কোয়াডে
এখন মাত্র ১৩ জন সুস্থ ফুটবলার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ম্যানচেস্টার সিটির চোট পাওয়া খেলোয়াড়ের তালিকা দিনকে দিন কেবল দীর্ঘই হচ্ছে। নতুন করে সেখানে যোগ হয়েছে উইঙ্গার সাভিনিয়ো ও ডিফেন্ডার মানুয়েল আকাঞ্জির নাম। গত ৯ বছরে এত বেশি চোট পরিস্থিতির মুখোমুখি হননি ইংলিশ ক্লাবটির কোচ পেপ গার্দিওলা।

লিগ কাপে গত বুধবার টটেনহ্যাম হটস্পারের বিপক্ষে ২-১ গোলে হারা ম্যাচে চোট পান সাভিনিয়ো। অ্যাঙ্কেলের চোটে ৬২তম মিনিটে স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়তে দেখা যায় ব্রাজিলিয়ান এই উইঙ্গারকে। স্কোয়াডে থাকলেও খেলতে পারেননি আকাঞ্জি। গা-গরমের সময় পেশিতে অস্বস্তি অনুভব করায় সুইস ডিফেন্ডারকে মাঠে নামাননি গার্দিওলা।

চোটের ছোবলে আগে থেকেই মাঠের বাইরে আছেন সিটির তারকা মিডফিল্ডার কেভিন ডে ব্রুইনে, রদ্রি ও ডিফেন্ডার কাইল ওয়াকার। গত কয়েকটি ম্যাচে দলটি পায়নি অস্কার বব, জেরেমি ডোকু, জ্যাক গ্রিলিশকে। একের পর এক খেলোয়াড় হারানোয় ভীষণ চিন্তিত গার্দিওলা। তবে তার আশা, গুরুতর কিছু হয়নি তরুণ সাভিনিয়োর।

তিনি আরও জানান, আমাদের ১৩ জন খেলোয়াড় আছে, তাই আমরা সত্যিকারের সমস্যায় আছি। যে ছেলেরা খেলছে, তারা বেশিরভাগই সমস্যা নিয়ে ম্যাচ শেষ করছে এবং আমরা দেখব তারা কতটা সতেজ হয়ে উঠতে পারছে। আমি মনে করি, আমরা সমস্যায় আছি। কারণ, ৯ বছরে আমরা কখনই এত বেশি চোট পরিস্থিতিতে পড়িনি।

গার্দিওলা আরও জানান, আশা করি, তার (সাভিনিয়ো) গুরুতর কিছু হয়নি, তবে আমরা দেখব... গতকাল আকাঞ্জি, আমি জানতাম না, শেষ সময়ে তার পেশিতে কিছু একটা অনুভব করে এবং আজ গা-গরমের সময় সে অস্বস্তি অনুভব করছিল। প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে থাকা সিটি শনিবার মুখোমুখি হবে বোর্নমাউথের।

কারবাও কাপ
সিটির হারের রাতে জয় পেয়েছে ইউনাইটেড-চেলসি-লিভারপুল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোচ হিসেবে শেষ পর্যন্ত বরখাস্ত হয়েছেন এরিক টেন হেগ।একের পর এক শোচনীয় পারফরম্যান্সের পর চলতি সপ্তাহে তাকে ছাটাই করে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। বুধবার রাতে হেগ পরবর্তী অধ্যায়ে প্রথম মাঠে নামে ইউনাইটেড।অন্তর্বর্তী কোচের রুড ফন নিস্টলরয়ের অধীনে প্রথম ম্যাচে অনায়াস জয়ই পেয়েছে রেড ডেভিলসরা।

এদিন কারাবাও কাপে লেস্টার সিটিকে ৫-২ ব্যবধানে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। জোড়া গোল করেছেন ক্যাসমিরো ও ব্রুনো ফের্নান্দেস।দলের অন্য গোলাদাতা আলেসান্দ্রো গার্নাচো।

দাপুটে ফুটবলে প্রথমার্ধেই ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায়।১৫ তম মিনিটে বা প্রান্ত দিয়ে বক্সের অনেক দূর থেকে বুলেট গতির শটে অবিশ্বাস্য এক গোলে দলকে লিড এনে দেন ক্যাসমিরো।৩৯ তম মিনিটে তার দ্বিতীয় গোলের আগে একবার করে জালের দেখা পান গার্নাচো ও ব্রুনো। ৩৩তম মিনিটের পর প্রথমার্ধের যোগ করার সময়ে দুটি গোল শোধ করে লড়াইয়ের আভাস দিয়েছিল লেস্টার।তবে বিরতির পর ব্রুনো ফের ব্যবধান বাড়ালে ফিকে হয়ে যায় সে সম্ভাবনা।

এদিকে ইংলিশ ফুটবলে দ্বিতীয় সারির এই প্রতিযোগিতায় গতকাল জয় পেয়েছে চেলসি ও লিভারপুলও।ব্রাইটনের বিপক্ষে রোমাঞ্চকর অলরেডসদের জয় ৩-২ ব্যবধানে।জোড়া গোল করে জয়ের নায়ক কোডি গাকপো।দলের অন্য গোলদাতা লুইস দিয়াজ। এদিকে জেসুস-হার্ভেটজদের নৈপুণ্যে প্রেস্টনকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছে আর্সেনাল। অন্য সব বড় দলের জয়ের রাতে অবশ্য হারের তেতো স্বাদ পেয়েছে ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটি।আর্লিং হল্যান্ডকে ছাড়া খেলতে নামা প্রিমিয়ার লীগ চ্যাম্পিয়নরা ২-১ ব্যবধানে হেরেছে টটেনহ্যমের কাছে।

এখনই নেইমারকে পাচ্ছে না ব্রাজিল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চোট কাটিয়ে ৩৬৯ দিন পর মাঠে ফিরেছেন নেইমার জুনিয়র। অ্যান্টেরিওর ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট (এসিএল) এত দিন জ্বালিয়ে মেরেছে ব্রাজিলিয়ান এ তারকাকে। সৌদি ক্লাব আল হিলালের জার্সিতে পুরো ম্যাচ খেলতে পারলে জাতীয় দলে ফিরতে পারতেন এ তারকা ফরোয়ার্ড। তবে প্রিয় তারকাকে মাঠে পেতে ব্রাজিল সমর্থকদের অপেক্ষার প্রহর এখনই শেষ হচ্ছে না। ২০২৫ সালের আগে ব্রাজিলের জার্সি গায়ে জড়াতে পারবেন না নেইমার।

আগামী নভেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দুটি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। যার জন্য ১ নভেম্বর দল ঘোষণা করতে পারেন কোচ দরিভাল জুনিয়র। সেলেসাও শিবির আশায় ছিল নেইমারের পুরো ম্যাচ খেলার। যদিও গত ২১ অক্টোবর এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে আল আইনের বিপক্ষে ৭৭ মিনিটে মাঠে নামেন আল হিলালের এ সুপারস্টার। ম্যাচে নেইমার গোল বা অ্যাসিস্ট না করলেও ৫-৪ গোলে জেতেন নেইমাররা।

আল হিলালের জার্সি পরের ম্যাচ খেলবে ৫ নভেম্বর। জাতীয় দল ঘোষণার আগে নেইমার আর খেলতে পারবেন না। তাই নেইমারের বিষয় নিয়ে ব্রাজিলের টিম ম্যানেজমেন্ট বসেছিল। সেই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয় ২০২৫ সালের আগে নেইমার জাতীয় দলের হয়ে মাঠে ফিরবেন না। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে নেইমার আন্তর্জাতিক ফুটবলে ব্রাজিলের জার্সিতে মাঠে নামবেন আগামী বছরের মার্চে। ওই সময়ের মধ্যে আল হিলাল তারকা সেরা ফর্মে ফিরতে পারবেন। এমনটাই বিশ্বাস করছে ব্রাজিল ফুটবল।

ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম গ্লোবো জানিয়েছে, নেইমারের জাতীয় দলের ফেরার বিষয়টি ঠিক সেই সময়ে আলোচিত হচ্ছে, যে উরুগুয়ের বিপক্ষে গত বছরের অক্টোবরে এসিএল ইনজুরিতে পড়েন তিনি। আবার সেই দলটির বিপক্ষেই ব্রাজিল এবারের নভেম্বর উইন্ডোতে খেলবে। এ ছাড়া আল হিলালের এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের আসন্ন ম্যাচগুলোও গুরুত্বপূর্ণ। সব বিষয়ই আলোচনা হয়েছে দলটির কোচিং স্টাফ ও নেইমারের স্টাফদের মাঝে। এর পরই উভয়পক্ষ তার জাতীয় দলে ফেরার নতুন সময়সীমা বেঁধে দেয়।

ব্রাজিল সর্বশেষ অক্টোবর উইন্ডোতে চিলি ও পেরুর বিপক্ষে বাছাইয়ের ম্যাচে জিতেছিল। যা তাদের স্বস্তি ফিরিয়েছে কিছুটা, এমনকি নেইমারকে দলে পাওয়ার ব্যাপারে যে আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়েছিল সেটিও কমে এসেছে। আল হিলাল রণকৌশল এটে যাচ্ছে সেলেসাও তারকাকে নিয়ে। জানুয়ারি নাগাদ তার ফিটনেস ও ফর্ম পুরোপুরি ফিরে পেলে এলে সামনে তার শতভাগ সার্ভিস পাওয়ার লক্ষ্য আল হিলালের। ওই সময় সৌদি প্রো লিগের খেলবেন নেইমার। আগামী জানুয়ারির আগে শুধু এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ ও সৌদি কিংস কাপে খেলতে পারবেন।

এ বছর এএফসির টুর্নামেন্টে আরও তিনটি ম্যাচ খেলবে আল হিলাল। আগামী ৫ নভেম্বর এস্তেগলাল, ২৭ নভেম্বর আল সাদ ও ৪ ডিসেম্বর আল গারাফাকে মোকাবিলা করবে ক্লাবটি। অন্যদিকে, ব্রাজিল ১৫ নভেম্বর খেলবে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে। পরে ২০ নভেম্বর লড়াই করবে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে। এই দুই ম্যাচে খেলছেন না দলের প্রাণভোমরা।

টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল
ঘোষণা করল দক্ষিণ আফ্রিকা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ঘরের মাঠে নভেম্বরের শুরুতে ভারতের বিপক্ষে চারটি টি-টোয়েন্টি খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজটির জন্য গতকাল বৃহস্পতিবার ১৬ জনের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ)।

এই সিরিজ দিয়ে আবারও দলে ফিরেছেন দুই পেসার মার্কো জানসেন ও জেরাল্ড কুয়েটজে। বাংলাদেশ সিরিজের দলে থাকা দুই পেসার কাগিসো রাবাদা ও লুঙ্গি এনগিদি এই সিরিজে নেই। তাছাড়া আনরিখ নরকিয়া এবং তাবরাইজ শামসিকেও দলে রাখেনি সিএসএ।

বোলিংয়ে অভিজ্ঞদের বাইরে রাখা হলেও ব্যাটিংয়ে ফেরানো হয়েছে দুই অভিজ্ঞ ব্যাটার হাইনরিখ ক্লাসেন ও ডেভিড মিলার। সর্বশেষ সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরের সাদা বলের দলে ছিলেন না তারা।

ভারতের বিপক্ষে তাদের টি-টোয়েন্টি সিরিজটি শুরু হবে আগামী ৮ নভেম্বর। পরের তিন ম্যাচ যথাক্রমে ১০, ১৩ ও ১৫ নভেম্বর।

দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি দল: এইডেন মার্করাম, ওটনিল বার্টম্যান, জেরাল্ড কুয়েটজে, ডোনোভান ফেরেইরা, রিজা হেনড্রিকস, মার্কো জানসেন, হাইনরিখ ক্লাসেন, প্যাট্রিক ক্রুগার, কেশভ মহারাজ, ডেভিড মিলার, মিহলালি এমপংওয়ানা, নাবাইয়োমজি পিটার, রায়ান রিকেলটন, আন্দিলে সিমেলানে, লুথো সিপামলা, ট্রিস্টান স্টাবস।

'রদ্রি বাহ বলার মতো কিছুই করেনি'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : এবার ব্যালন ডি'অর বিজয়ীর নাম ঘোষণার আগে থেকেই শুরু হয় নানা বিতর্ক। কারণ ততক্ষণে খবর পৌঁছে যায় ম্যানচেস্টার সিটির রদ্রি পাচ্ছেন এই মর্যাদার ট্রফি। অন্যদিকে এই ট্রফি জিতবেন বলে ধরেই নিয়েছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। শেষ পর্যন্ত জিততে না পারায় বেজায় হতাশ হয়েছেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।

হতাশা এতোটাই বিস্তৃত ছিল যে ভিনিসিয়ুস সহ ক্লাবের কোনো খেলোয়াড় কিংবা কর্মকর্তা যাননি ব্যালন ডি'অর অনুষ্ঠানে। পরে সামাজিকমাধ্যমে আরও ক্ষুরধার হয়ে ফিরে আসার প্রত্যয় দেখান এই ফরোয়ার্ড। তবে সাবেক সতীর্থ করিম বেনজেমার কাছে হতাশা লুকাতে পারেননি তিনি।

ভিনি ব্যালন ডি'অর না পাওয়ায় তাকে কল দিয়েছিলেন বেনজেমা। তার কথোপকথনের বর্ণনা করে এই ফরাসি বলেন, 'আমি ভিনির সাথে কথা বলেছি; ও স্বাভাবিকভাবেই দুঃখিত।... রদ্রির বিরুদ্ধে আমার কিছুই নেই, সে একজন ভালো খেলোয়াড়...কিন্তু আমি এখন সোফায় বসে টিভি দেখছি এবং রদ্রি এমন কিছু দেখিনি যা দেখে তুমি বলতে পারবে, বাহ!'

নিজেও ভিনিসিয়ুসকে ব্যালন ডি'অরের প্রাপ্য বলে মন্তব্য করেন বেনজেমা, 'গত বছর, যখন রিয়াল মাদ্রিদ ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন ছিল, ভিনিসিয়ুস প্রতিটি খেলায় নিষ্পত্তিমূলক ছিল। তাই আমি মনে করি না যে ভিনিসিয়ুসের চেয়ে বেশি প্রাপ্য আর কেউ ছিল।'

তবে পরিসংখ্যান বলছে ভিন্ন কথা। রদ্রি মূলত মিডফিল্ডার। তাও আবার একজন হোল্ডিং মিডফিল্ডার বা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। নামেই বলে দেয় তার প্রধান কাজ হচ্ছে রক্ষণে সহায়তা করা। তবে একজন আদর্শ ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারকে শারীরিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি ট্যাকলিংয়ে পারদর্শী ও সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন। ক্লাব ও জাতীয় দলের প্রাণভোমরাই ছিলেন তিনি।

একই সঙ্গে কাউন্টার অ্যাটাক রুখে দেয়ার ক্ষমতা থাকতে হয় ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারদের। প্রতিপক্ষের আক্রমণ সামলে মিডফিল্ডে বল জিতে সেই বল সরবরাহ করতে হয় অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার কিংবা ফরোয়ার্ডদের কাছে। কাজ করতে হয় আক্রমণ ও রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের সংযোগকারী হাব হিসেবে। এর সঙ্গে লং রেঞ্জে গোল করার ক্ষমতাও তাদের অন্যতম গুণ। এই সকল গুণেই গুণান্বিত রদ্রি।

আর পরিসংখ্যানই বলে দেয় রদ্রি কতোটা দক্ষ। অপ্টার পাওয়ার পয়েন্টিংয়ে গত মৌসুমে রদ্রি পেয়েছেন ৭.৮৯। যেখানে ভিনিসিয়ুস ৭.৩৬। নিজের কাজের পাশাপাশি আক্রমণেও সাহায্য করে ক্লাব ও জাতীয় দলে মোট ৬৩টি ম্যাচে অ্যাসিস্ট করেছেন ১৬টি। সঙ্গে গোলও ১২টি! ১১টি বড় সুযোগ তৈরি করে তার গোলপ্রতি গুরুত্বপূর্ণ পাস ১.৬৭। যা একজন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের জন্য অবিশ্বাস্য পরিসংখ্যানই বটে।

আর চারবার শিরোপা উঁচিয়ে ধরতে পেরেছেন রদ্রি। স্পেনের হয়ে জিতেছেন ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। বিশ্বকাপের পরই যে আসরকে মানা হয় সবচেয়ে মর্যাদার। সে আসরের সেরা খেলোয়াড়ও রদ্রি। আর ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে প্রিমিয়ার লিগ, ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ এবং উয়েফা সুপার কাপ জিতেছেন এই মিডফিল্ডার।

অন্যদিকে ভিনিসিয়ুস একজন উইঙ্গার।একজন উইঙ্গারের মূল কাজ স্ট্রাইকারদের দিয়ে গোল করানো। পাশাপাশি নিজেও গোল করা। গত মৌসুমে ব্রাজিল ও রিয়ালের হয়ে ৪৯টি ম্যাচ খেলে ভিনির অ্যাসিস্ট ১১টি। যেখানে স্পষ্টই পিছিয়ে আছেন রদ্রির থেকে। ২৬টি গোল করেছেন। জিতেছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লা লিগা ও স্প্যানিশ সুপার কাপ। তবে জাতীয় দলে একেবারেই বিবর্ণ ছিলেন এই ব্রাজিলিয়ান।

স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR